(i) প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনির জন্যে একটি করে বর্ণ থাকবে (মূলধ্বনির জন্যে)

(ii) কোনো ধ্বনির জন্যে যেন একের বেশি বর্ণ না থাকে।

(iii) মূল ধ্বনিটি বা ধ্বনিগুলি অবশ্যই 'Broad Transcription'-এর মধ্যে থাকবে (/ /)।

** (iv) অবশ্যই প্রতিটি শব্দ বা পদ বা বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ বা পদকে প্রথমেই অক্ষর বা দলে বিশ্লেষণ করে নেবো অগ্রসর হবো।

ললিতলবঙ্গলতা

লো-লি-তো-ল-বোঙ্-গো-ল-তা

—— এটিকে বিশ্লেষণ করে পাই —

(v) প্রতিটি letter small হবে।

ললবঙ্গলতা

১. /lolit̪olɔboŋgolɔt̪a/

2. অকালকুষ্মাণ্ড

অ-কাল্-কুশ্-মান্-ডো

/ɔkalkuʂmanɖo/

৩. কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কিং + কর্ + তোর্ + বো + বি + মু + ঢো

/kiŋkɔrt̪obbobimuɽho/

কারন, ইংরেজি ভাষায় 'Jill' ও 'Zeal' — শব্দ বা পদদুটিতে আলাদা 'জ' ধ্বনি নেই; দুটি 'জ' ধ্বনির জন্য আলাদা আলাদা দুটি বর্ন ('J' ও 'Z') আছে। অথচ, বাংলা ভাষায় একটাই 'জ' বর্ন দিয়ে লিখতে হয় 'জিল' ও 'জীল' — যা আলাদা আলাদা দুটি ধ্বনির উচ্চারন।

— এইসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে ভাষাবিজ্ঞানীরা একটি 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্নমালা' রচনা করেছেন। এই-সব বর্নমালা যে-সব নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে মূল দুটি নীতি হল —

১. 'Broad (Phonemic) Transcription' বা 'স্থূল অনুলিখন নীতি': যখন ভাষার মূলধ্বনি (ধ্বনিমূল বা ধ্বনিতত্ত্ব) অনুসরন ক'রে কোনো ভাষার উক্তিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্নমালায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে ধ্বনিমূল — ভিত্তিক বা স্থূল বা প্রশান্ত লিপ্যন্তর বলে।

'Broad Transcription বা Phonemic Transcription' লেখায় '/ /' — এই চিহ্নের মধ্যে। যেমন —

- 'শীল' = /shil/,
- 'শ্লীল' = /slil/ — ইত্যাদি।

2. 'Narrow (Phonetic) Transcription' বা 'সূক্ষ্ম অনুলিখন নীতি': — আবার, যখন কোনো ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারন - বৈচিত্র্যকে (মুক্ত বৈচিত্র্য ও পূরক ধ্বনি) আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্নমালায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে উচ্চারন ভিত্তিক বা সূক্ষ্ম বা অপ্রশান্ত লিপ্যন্তর বলে। যেমন

'Narrow বা Phonetic Transcription' লেখা হয় '[ ]' - এই চিহ্নের মধ্যে। যেমন —

- 'শীল' = [shil],
- 'শ্লীল' = [slil] — ইত্যাদি।

— এই নীচের উদাহরনের 'slil' শব্দের উচ্চারন হল (শ্লীল)। তাই, এই সমস্যা কাটানোর জন্যই আ. ধ্বনি. বর্ন. র উল্লিখিত দুটি মূল নীতিকে অতীব অক্লেশে ও অতি সহজেই বলতে পারি এভাবে —

Scanned with CamScanner

কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে বর্ন যখন ঠিক ঠিক মেলে না, তখনই লেখনী-পদ্ধতিতে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা প্রধানত তিন রকমের —

(i) কখনো-কখনো একাধিক ধ্বনি, একটাই বর্ন দিয়ে লিখতে হয়। কারন, প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা বর্ন পাওয়া যায় না। আবার, অনেক সময় এরকমও দেখা যায় যে, ভাষায় কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে একরকমভাবে; অথচ, কানে সেই ধ্বনিটি উচ্চারিত হচ্ছে অন্যরকমভাবে। কিন্তু, সেটি লিখে রাখার জন্য স্বতন্ত্র কোনো বর্ন নেই। যেমন — বাংলা ভাষায় 'অ্যা' ধ্বনিটি পরিষ্কারভাবে শুনতে পাই; অথচ, লেখার জন্য আলাদা কোনো বর্নমালা নেই, 'এ' দিয়েই লিখে রাখি, এর আরো উদাহরন — অ্যাক-টা, অ্যা-খন — ইত্যাদি; কিন্তু, এর লিখিত উচ্চারন — একটা, এখন — ইত্যাদি।

(ii) অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা বাস্তবে একটিই ধ্বনি কানে শুনি এবং উচ্চারনও করি; কিন্তু, কানে একটিই ধ্বনি শুনলেও, এই একটি ধ্বনিকে কখনো একটি বর্ন দিয়ে, কখনো বা অন্য বর্ন দিয়ে লিখি। অর্থাৎ, ধ্বনি একটি হলেও তার জন্য বর্ন আছে দুটি বা দুইয়ের বেশি। যেমন — বাংলা ভাষায় 'পাণ' আর 'মন' মানে 'ণ' ও 'ন' দুটি আলাদা আলাদা ধ্বনি নয়; একটিই ধ্বনি 'ন'।

(iii) প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, ভাষায় ধ্বনি, শব্দ বা পদ, বাক্যগঠন — ইত্যাদির বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠলেও, আমাদের কানে যে স্বাতন্ত্র্যটি প্রথমেই ধরা পড়ে তা হল 'ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য'; কারন, অনেক সময় অন্য ভাষার ধ্বনির উচ্চারনকে নিজের ভাষার বর্ন দিয়ে লিখতে গেলে, ঠিক সেই উচ্চারনটি লিখে ফেলার মতো বর্ন পাই না, যেমন — ইংরেজি ভাষায় J উচ্চারন বাংলা ভাষায় 'জ' বর্ন দিয়ে লেখা হয়ে যায়; কিন্তু, 'Z' এর উচ্চারন তো 'জ' বর্ন দিয়ে লেখা যায় না। ইংরেজি ভাষায় 'J' এর উচ্চারন ও 'Z' এর উচ্চারন কখনোই এক নয়।

Scanned with CamScanner

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে ধ্বনিবিজ্ঞানের কয়েকজন নিয়মক একটি 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সংঘ' (International Phonetic Association) স্থাপন করেন। পরে-পরে তাঁরা রোমান বর্ণমালার হরফের। কিছুটা রদবদল করে একটি 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা'-র সৃষ্টি করেন। যে বর্ণমালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'Broad Transcription' বা স্থূল অনুলিখনের প্রয়োজনে যে-কোনো ভাষার একটি Phoneme (মূল ধ্বনি বা ধ্বনিতা বা ধ্বনিম)-এর জন্য একটি মাত্র বর্ণ-ব্যবহারের নীতিতে রচিত মোট ৬৩ টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং মোট ২৮ টি স্বরবর্ণের সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির যাবতীয় ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ.

কোনো ভাষার মূল ধ্বনির সহধ্বনি (Allophone); কিংবা, কোনো ভাষার উপভাষা (dialect)-এর ধ্বনি; কিংবা, কোনো ভাষার কোনো ধ্বনির বিশেষ প্রতিবেশজাত বা পারিবেশজাত উচ্চারণকে সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত করার জন্যে কোথাও কোথাও 'Narrow Transcription' বা 'সূক্ষ্ম অনুলিখনের' প্রয়োজনে মূল বর্ণমালার বাইরে (মূল ধ্বনি) কিছু 'Diacritical Mark' তথা অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন ব্যবহারের ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় আছে। সে কারণে, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা ধ্বনিলিপির বললে, রোমান বর্ণমালার হরফের কিছুটা রদবদলের সাহায্যে গঠিত মোট ৬৩ টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ২৮ টি স্বরবর্ণ ও কিছু-কিছু জোড়বর্ণ এবং কিছু-কিছু অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন — ইত্যাদিকে বোঝায়।

আমরা জানি, ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল 'ধ্বনি' বা 'উচ্চারিত ধ্বনি' (Sound/Speech Sound); আর, ধ্বনির লিখিত রূপ 'বর্ণ' (Letter)। ধ্বনি হল শ্রব্যরূপ — তা কানে শোনবার জিনিস; আর, বর্ণ তার দৃশ্যরূপ —— তা চোখে দেখে পড়বার জিনিস। এই বর্ণের সাহায্যে ধ্বনিগুলিকে লিখে-লিখে আমরা তাদের স্থায়ী রূপ দিয়ে থাকি বা দিই.

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা
(International Phonetic Alphabet) :—

~~আর~~

আ, ধ্বনি, বর্ণ, র ক্ষেত্রে দুটি মূল নীতিকে অনুসরণ করা হয়। এগুলি হল —

i) প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মূল ধ্বনির জন্য একটি করে বর্ণ থাকবে,

ii) কোনো ধ্বনির জন্য যেন একের বেশি বর্ণ না থাকে,

অ - ɔ	ক - k	ট - ṭ	প - p	ষ - ṣ
আ - ɑ/a	খ - kʰ	ঠ - ṭʰ	ফ - pʰ	স - s
ই - i	গ - g	ড - ḍ	ব - b	হ - h
ও - o	ঘ - gʰ	ঢ - ḍʰ	ভ - bʰ	ড় - ɽ
উ - u	ঙ - ŋ	ণ - ṇ	ম - m	ঢ় - ɽʰ
এ - e	চ - c	ত - t̪	য - ɟ̣	য় - e̯
অ্যা - æ	ছ - cʰ	থ - t̪ʰ	র - r	ং - ŋ
	জ - ɟ	দ - d̪	ল - l	ঃ - h
	ঝ - ɟʰ	ধ - d̪ʰ	ব - ḅ	ঁ - ̃
		ন - n	শ - ʃ	

Scanned with CamScanner